JUN. 25 2002

িক জনকণ্ঠ

ছাত্রলীগ ঢাবি শাখার সম্মেলন ৭ জুলাই ॥ পদ-পদবি নিয়ে জোর লবিং-গ্রুপিং

শ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ নানা জল্পনা-ল্পনার অবসান ঘটিয়ে আগামী ৭ জুলাই ত্রলীগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সম্মেলন নুষ্ঠিত হচ্ছে। এই সম্মেলনেই সংগঠনের রবর্তী কমিটি গঠন করা হবে। এক বছরের ম্মেলন দীর্ঘ চার বছর পর হওয়ায় তাকর্মীদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা য়েছে। পদ-পদবি নিয়ে চলছে জোর বিং-গ্রুপিং।

না গেছে, ১৯৯৮ সালের ১৪ অক্টোবর লীগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সর্বশেষ মলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই সম্মেলনে জ্জাদ হোসেনকে সাভাপতি এবং একেএম জমকে সাধারণ সম্পাদক করে সংগঠনের সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। এর ২০০০ সালে সাজ্জাদ হোসেন উচ্চ কার্থে বিদেশ চলে যাওয়ায় সহসভাপতি গ শাহীন জাহান ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সাবে দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। সে ময় থেকেই নতুন সম্মেলনের গুঞ্জন ওঠে। ন্তু দীর্ঘ চার বছর পরও সম্মেলন না হওয়ায় নেতাকর্মীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। অনেকে রাজনীতি ছেড়ে চলে যান। অথচ ছাত্রলীগের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী প্রতি এক বছর পর সম্মেলন হওয়ার কথা। কিন্তু আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকায় গঠনতন্ত্র উপেক্ষা করে এক বছরের সম্মেলন চার বছর অতিবাহিত করে। এতে নেতাকর্মীরা হতাশ হয়ে পড়েন। অবশেষে ১ অক্টোবরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের পরাজয়ের পর আন্দোলন সংগ্রামের জন্য আওয়ামী লীগ সংগঠন গোছানো শুরু করে। এরই ধারাবাহিকতায় ছাত্রলীগের বিভিন্ন ইউনিটের সম্মেলন প্রক্রিয়া শুরু হয়। ইতোমধ্যেই ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে লিয়াকত শিকদারকে সভাপতি এবং নজরুল ইসলাম বাবুকে সভাপতি করে ১৯১ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। কিন্তু সভাপতি-সাধারণ সম্পাদক দু'জনই কারাগারে। এ অবস্থায় নেতাকর্মীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার কমিটি গঠনের জন্য আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দের নিকট দাবি জানান। তাঁরা বেশ কয়েকবার আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে দেখা করে কমিটি গঠনের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেন। এ অবস্থায় জানুয়ারির পর থেকে বেশ কয়েকবার তারিখ নির্ধারণ করা হয় সম্মেলনের জন্য। কিন্তু নানা কারণে তা পিছিয়ে যায়। অবশেষে সব জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে আগামী ৭ জুলাই সম্মেলনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এ ব্যাপারে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মারুফা আক্তার পপি বলেন, ৭ জুলাইয়েই সম্মেলন হবে। আর পিছিয়ে যাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিতে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। এদিকে সম্মেলন নিয়ে নেতাকর্মীদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা দিয়েছে। মধুর ক্যান্টিনে এখন ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের ভিড় দেখা যায়। ১ অক্টোবরের পর যাদেরকে ক্যাম্পাসে দেখা যায়নি তাদের অনেককেই এখন দেখা যাচ্ছে। জানা গেছে, আন্দোলন-সংগ্রামকে চাঙ্গা রাখার জন্য কেন্দ্রীয় কমিটির মতো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার কমিটি ৪১ সদস্যের পরিবর্তে ১০১ সদস্য বিশিষ্ট করা হবে। এ ব্যাপারে অনেক ছাত্রলীগ নেতাকর্মী মন্তব্য করেছেন, কেন্দ্রীয় কমিটি ১৯১ সাদস্যবিশিষ্ট করা হলেও ৩০ জনকেও ঠিক মতো দেখা যায় না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার ক্ষেত্রে একই অবস্থা হবে।

এদিকে পদ-পদবি নিয়ে নেতাকর্মীদের মধ্যে গ্রুপিং-লবিং শুরু হয়েছে। অধিকাংশ নেতাকর্মী এখন আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দের বাসায় বাসায় গিয়ে লবিং করছে বলে জানা গেছে। কে হচ্ছেন পরবর্তী নেতা, তা এখনও নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। তবে উল্লেখযোগ্য পদে নেতাকর্মীদের মুখে যাঁদের নাম বেশি শোনা যাচ্ছে, তাঁরা হলেন, দেলোয়ার হোসেন, আলমগীর হাসান, হেমায়েত উদ্দিন হিমু, চৌধুরী সাইফুন্নবী সাগর, ইলিয়াস উদ্দিন খান, বিপ্র সরকার, শাহজাহান মৃধা কচি, পংকজ সাহা, জয়নুল আবেদীন জয়, এমদাদ, রেজাউল ইসলাম, মাহমুদ হাসান রিপন, মনির হোসেন, বিপুল, জামালউদ্দিন, আমিনুল হক কবীর অর্পণা পাল প্রমুখ। এদের মধ্য থেকেই অন্য পদগুলো পূরণ করা হবে।